দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 08 APR 2007
পৃষ্ঠা 12 কলাম 2

মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলামী সংগঠনের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে একশ্রেণীর মিডিয়া

সব কিছুর মধ্যেই জঙ্গীবাদের গন্ধ পাচ্ছে তারা

ইনকিলাব রিপোর্ট

সাম্প্রতিককালে নতুন করে 'বাংলাদেশে জঙ্গীবাদ বিদ্যমান' এমন প্রচারণা শুরু করেছে একটি মহল। এরই অংশ হিসেবে গণহারে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা, ইসলামী অনুষ্ঠানসমূহ, ইসলামী সংস্কৃতির অনুসারীবৃন্দ ও বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের বিরুদ্ধে জঙ্গীবাদের গন্ধ খুঁজছে একশ্রেণীর মিডিয়া। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দেশে যুবকদের ইসলামীকীকরণ ঠেকাতেই সাম্রাজ্যবাদীদের পদলেহনকারীরা দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কোন গোপন চক্রান্ত বাস্তবায়ন করছে বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা। এ চক্রান্তের *১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন*

মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইসলামী সংগঠনের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

অংশ হিসেবে ঢালাওভাবে ইসলামী কর্মকাণ্ডে জড়িতদের জঙ্গী হিসেবে প্রমাণের অপচেষ্টাও চলছে বেশ সুকৌশলে।

সম্প্রতি একটি ঘরোয়া ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠান থেকে হিযবুত তাহরীরের ২২ সদস্যকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পরদিনই একশ্রেণীর মিডিয়া প্রাণোচ্ছল এসব তরুণকে জঙ্গী হিসেবে প্রচারণা চালিয়ে ধূম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা করে।

এসব অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানিয়েছে হিযবুত তাহরীর। এক প্রতিবাদলিপিতে তারা দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করেন। তাতে বলা হয়, 'হিযবুত তাহরীর হচ্ছে ইসলামী মতাদর্শভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে খিলাফত রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী জীবনব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে আনা। ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুসৃত শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিই হচ্ছে খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হিযবুত তাহরীর কর্তৃক গৃহীত কর্মপদ্ধতির ভিত্তি। খিলাফত প্রতিষ্ঠার পথে সশস্ত্র সংগ্রাম, সন্ত্রাস বা জঙ্গীবাদকে এই দল এ জন্যই প্রত্যাখ্যান করে যে, এসব করা ইসলামে নিষিদ্ধ। হিযবুত তাহরীর তার মতাদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে লিফলেট বিতরণ, জনসংযোগ, বক্তৃতা-বিবৃতি, আলোচনা সভা, কানফারেন্স, মিছিল ইত্যাদি শান্তিপূর্ণ উপায়কেই কেবল ব্যবহার করে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরাধিক সময়ে বিশ্বব্যাপী দলের কার্যক্রমে এমন একটি মাত্র প্রমাণও কেউ দেখাতে পারবে না যেখানে হিযবুত তাহরীর স্বীয় মতাদর্শ প্রচারে কোনরকম সন্ত্রাস বা জঙ্গীবাদের আশ্রয় নিয়েছে। কিছু কিছু দেশ যেমন উজবেকিস্তান, সিরিয়া এবং আরো কিছু দেশে যে হিযবুত তাহরীর নিষিদ্ধ তার একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐসব দেশের স্বৈরশাসকরা, যারা নিজ নিজ দেশের জনগণের উপর জুলুম নিপীড়ন চালাচ্ছে, তাদেরকে ক্রমঃদরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত করছে, সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে এবং তাদের এসব কর্মকাণ্ড বা পলিসির বিরুদ্ধে সোচ্চার যে কোন দল বা কণ্ঠকেই তারা নিষিদ্ধ বা নিশ্চুপ করে দিচ্ছে।

হিযবুত তাহরীর সম্পর্কে অন্যেরা যা যা বলেছে : মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট তাদের ২০০২ সালের ২০ নভেম্বরের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে, যুক্তরাষ্ট্র হিযবুত তাহরীর আল-ইসলামীর আন্দোলনকেও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে যারা মধ্যএশিয়ার সরকারগুলোকে উৎখাত করার ডাক দিচ্ছে। তাদের জ্বালাময়ী, ইহুদী বিদ্বেষী অসহনশীল বক্তব্য সত্ত্বেও তারা সুস্পষ্টভাবেই জঙ্গীবাদের বিরোধী। যেহেতু এমন কোন ক্ষুদ্র প্রমাণও নেই যে, হিযবুত তাহরীর তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনে কোথাও কোন সন্ত্রাসী কার্যক্রম করেছে, অতএব যুক্তরাষ্ট্র এটাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করছে না।

ব্রুকিং ইনস্টিটিউশনের সিনিয়র সদস্য ড. ফিওনা হিল ২০০৩ সালের ২৩ জুলাই ('হাউস কমিটি অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন' এর সামনে এ সাক্ষ্য দিয়েছেন, 'আই এম ইউ (যেটা তাদের মতে ঐ অঞ্চলে একটি জঙ্গী সংগঠন) এর চেয়ে বিভিন্ন পন্থায় হিযবুত তাহরীর তার লক্ষ্য অর্জন করতে চায় এবং সেটা হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ের কর্মকাণ্ড এবং শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায়')। ২০০৪ সালের ১৯ এপ্রিল বৃটিশ বিদেশ ও কমনওয়েলথ মন্ত্রী বিল রামেল বলেন, ('হিযবুত তাহরীর কোনরকম সন্ত্রাস বা জঙ্গী কর্মকাণ্ড করেছে এটা বলতে হলে আমাদেরকে প্রভাবিত হওয়ার মতো প্রমাণ দরকার। এদের সাথে আল-কায়েদা'র কোন যোগসূত্রের ব্যাপারে আমরা অবহিত নই')। ২০০৩ সালের ১৯ আগস্টের বৃটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গোপন নথি যা ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়েছে- ('হিযবুত তাহরীর একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দল যেটি বিশ্বের অনেক দেশে সক্রিয় রয়েছে। হিযবুত তাহরীরের কর্মকাণ্ড বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা, যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে সম্পর্ক সৃষ্টি- এসবের ভিত্তিতে পরিচালিত। দলটি তার সমস্ত কর্মকাণ্ডে ইসলামী শরীয়াহ'র অনুগত। তারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বা সশস্ত্র সংগ্রামকে ইসলামী শরীয়াহ'র লঙ্ঘন বলে মনে করে')।

আল জাজিরাকে ২০০৫ সালের ১৭ মে এক সাক্ষাৎকারে উজবেকিস্তানে নিযুক্ত সাবেক ব্রিটিশ দূত ক্রেইগ মুরী বলেন, 'হিযবুত তাহরীর সম্পূর্ণরূপেই একটি অ-জঙ্গীবাদী সংগঠন'।

১৯৯৭ সালের অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্টে বলা হয়, (হিযবুত তাহরীর, জর্ডান, যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, তাদের মুখপাত্র আতা আবু রাশতাকে আল হিওয়ার পত্রিকায় তার প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারের জন্য ১৯৫ (১) ধারায় স্টেট সিকিউরিটি কোর্ট ফেব্রুয়ারীতে তিন বছরের জন্য জেলে পাঠানোর আদেশ দেয়। যে বক্তব্য প্রদানের কারণে তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে সেটা জঙ্গীবাদমূলক কোন বক্তব্য নয়')। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য এশিয়া প্রোগ্রাম-এর পরিচালক জন শুয়েরার্লিন বলেন, 'হিযবুত তাহরীর ক্ষমতা অর্জনের জন্য সশস্ত্র পন্থা অবলম্বনকে একদম স্পষ্টভাবেই প্রত্যাখ্যান করে'।

জিহাদ : মধ্য এশিয়ায় সশস্ত্র ইসলামের পুনরুত্থান গ্রন্থে লেখক আহমেদ রশীদ লিখেছেন, ('হিযবুত তাহরীর সশস্ত্র পন্থায় মুসলিম দেশের বর্তমান শাসকদের উৎখাতের ডাক দেয় না... তার পরিবর্তে তারা বিশ্বাস করে ব্যাপক জনগণের সমর্থন লাভ করা, যাদের জাগরণের ফলে একটি শান্তিপূর্ণ গণঅভ্যুত্থান ঘটবে এবং এর মাধ্যমে মধ্য এশিয়ায় শাসকদের পতন ঘটানো হবে')।

এছাড়া ২০০৪ সালের ১৭ এপ্রিল ডার্বিষ্ট তার্কিস সেকেন্ড সিকিউরিটি কোর্ট মন্তব্য করে যে, 'হিযবুত তাহরীরকে একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হিসেবে দেখা অসম্ভব। যদি হিযবুত তাহরীর সশস্ত্র পন্থা গ্রহণ করে তবে তখন তাদের সন্ত্রাসী সংগঠন বলা যাবে। এরূপ করার পূর্বে, বর্তমানে যে অবস্থায় হিযবুত তাহরীর রয়েছে তাতে তাকে জঙ্গী সংগঠন বলা যায় না'। এ সকল বক্তব্য এবং বিভিন্ন থিংক-ট্যাঙ্ক যেমন জানেস ইনটিলিজেন্স ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপ-এর বক্তব্য এবং এসবের পাশাপাশি আমেরিকার 'টাইম ম্যাগাজিন', ওয়াশিংটন পোস্ট এবং 'দি টাইমস অনলাইন অব লন্ডন' ইত্যাদি খ্যাতনামা, দৈনিক ও ম্যাগাজিন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন রিপোর্ট একটাই উপসংহার তৈরী করা আর সেটা হলো হিযবুত তাহরীর কোন জঙ্গী সংগঠন নয়।